



মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যের মধ্যে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর

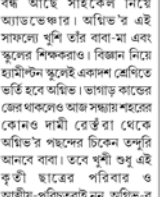
নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : বিগত কয়েকটা বছরের মত এবারেও মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিকে ছাপিয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর। সব জেলা মিলিয়ে এবার রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৬৫.৬৫ শতাংশ। সেখানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাশের হার অনেকটাই বেশী। ৯৬.১৩ শতাংশ। সাফল্যের হারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এবার পূর্ব মেদিনীপুরে পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫টি। জেলার কাঁচি, তমলুক, এগরা ও হালদিয়া এই চার মহকুমায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৫ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ হাজার ৮৫৪ জন ও ছাত্রের সংখ্যা ২৯ হাজার ২০১ জন।

দশম অগ্নিভ'র প্রিয় চিকেন তন্দুরি



মনোজ রায়, তমলুক : বুধবার প্রকাশিত হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলপ্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, সাফল্যের হারে সমগ্র জেলাকে টোকা দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। মোট তালিকায় স্থান পেয়েছে এই জেলার তমলুকের হ্যামিটন প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.১৩। অগ্নিভ'র বাবা হরেন্দ্র সিংহা বাবাসাঈ, মা কৃষ্ণা সিনহা গৃহকন্যা। মায়ের স্বপ্ন পূর্ণ

তপোবন শিশু আবাসের সাফল্য



মামন পাল, কাঁচি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শেখাশ গ্রামের কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পরিচালিত তপোবন শিশু আবাস-এর দুইজন আবাসিক এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তপোবনের আবাসিক চক্রল বরের বাবা শরীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় কাজল'র পরতে পারেন না, তীব্র অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতেন। অসহায় মা চক্রলের পড়াশুনা ও লালন পালন ত্রিমতো করতে পারছিলেন না। তপোবন শিশু আবাসে চক্রল ২০১৫ সাল থেকে আছে। এক্ষর সে মাধ্যমিকে ৪২০ নম্বর প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। আর চক্রল'র পাল মায়ের কাছেই থাকতেন। বাবা মায়ের মনোমালিন্যের কারণে তারা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চক্রল'র মনে মনে সমস্যা পড়তে হয় তার মাকে। এমতাবস্থায় চক্রল'র মনে মনে সমস্যা পড়তে হয় তার মাকে। এমতাবস্থায় চক্রল'র মনে মনে সমস্যা পড়তে হয় তার মাকে।

দশম পটাশপুরের দেবন্যা



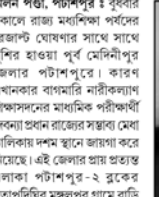
মিনন পণ্ডা, পটাশপুর : বুধবার সকালে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পরিষদের রোলস্ট অপারেশন সাথে সাপে পুর্নির হাওরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে। কারণ এখানকার বাগমারি নারীকল্যাণ শিক্ষাসংগঠনের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবন্যা প্রধান জেলার সন্তোষা দেবী তালিকায় দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার প্রাপ্ত প্রাপ্ত নম্বর ৬৬.৩০। বাবা মোতে ৯১, ইংরেজিতে ৯৭, অঙ্ক ১০০, জীববিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৫ ও ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বর ৯৭। কৃতী এই ছাত্রীর বাবা উমাশঙ্কর প্রধান দেবী'র সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। মা অঞ্জনা প্রধান ছাত্রী মঙ্গলপুর গ্রামিক বিদ্যালয় থেকেই পড়াশুনা করে জয়েন্টে বসবে সে। জানিয়েছে, বাবা-মা-বিরি ছাড়াও কল্যাণের শিক্ষক-পুত্র শিক্ষকের অহেলন তাকে এই রোলস্ট করতে সাহায্য করেছে।

পুলিশের মানবিকতায় বাড়ি ফিরল কিশোর



নিজস্ব সংবাদদাতা, হালদিয়া : ফিরে গেল সাহিল। অসময়ে শিশুদের জেলার শিশুদের জন্য বটভাণ্ডারী হলে বাগমারি সাহিল পাল মনোভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হালদিয়ায় চলে আসেন। গত ২৪ এপ্রিল হালদিয়ার দুগাচি বানা এলাকার বছর ১৩-৪ এর কিশোরকে উপলব্ধি ভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশ পরিবারের হাতে তুলে দেন।

তৃণমূলের বিজয় সমাবেশ



নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ গ্রামের সাইজ অক্ষয় তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী সদস্যদের নিয়ে বিজয় সমাবেশ হল তেলানি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। কাঁচি সরকার শিশুর অধিকারী ছাত্র ও উপস্থিত ছিলেন এগরার বিজয় সমাবেশে লস, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিদ্যায়ী মংসা ও প্রায়ী সম্পদ কর্মসূচি দেবের তাম, এগরা-১ তৃণ মূলদের সভাপতি সিদ্ধেশ্বর বেরাঙ্গ হান্দান্য নেতৃত্ব।

বিন্যুৎপেষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁচি : রিসারিত পাশ ভাঙতে গিয়ে বিন্যুৎপেষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের মৃত্যু চন্দন সাই(৩০) এর বাড়ি কাঁচিগোলে। বুধবার সকালে রিসারিত পাশ ভাঙতে গিয়ে বিন্যুৎপেষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের মৃত্যু চন্দন সাই(৩০) এর বাড়ি কাঁচিগোলে। বুধবার সকালে রিসারিত পাশ ভাঙতে গিয়ে বিন্যুৎপেষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের মৃত্যু চন্দন সাই(৩০) এর বাড়ি কাঁচিগোলে।

ক্রীকে পুরিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাল : পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষালের পূর্ব শ্রীরাঙ্গনপুরে পনের দশীতে নিজের চতুর্থ স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামী শেষ সইদুল পেশায় চ্যান চালক। তিন বছর আগে রেশমা বিবির সঙ্গে শেষ সইদুলের বিয়ে হয়। রেশমা বিবির বন্ধন্য, এর আগে তার স্বামী তিনটি বিয়ে করেছিল। সে চতুর্থ স্ত্রী। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তার উপর অত্যাচার চালাত শেষ সইদুল। তাই সে ত্রিক মতো খেতেও লিত না। দুপুরে হঠাৎ তার গায়ে কেতানি ঢেলে আচমকি পরিয়ে দেয়। জ্বলন্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে একটি পুকুরে বালি দেন তিনি। স্বামীরা বাঁধাধারা রেশমাকে উদ্ধার করে আশ্রয়স্থল অবস্থায় বসুন্ধা গ্রামে হাসপাতালে ভর্তি করে। অন্যদিকে, হাব অভিযোগ অধীকার করেছে শেষ সইদুল। তার বন্ধন্য, রেশমা'র গায়ে আচমকি ঢেলে দেয়। সে নিজেই গায়ে আচমকি ঢেলে দেয়। তাই রেশমা'র গায়ে আচমকি ঢেলে দেয়। তাই রেশমা'র গায়ে আচমকি ঢেলে দেয়।

নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে হামিদুলের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত

অনিমেষ গ্রামিক, তমলুক : আম পাড়তে বাবা গেলোয় রাগে নাবালিকা বন্দী। ঘোড়হিকে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় বাউ অভিযুক্ত হেদা হামিদুল পুলিশি হেফাজতে নিল কোম্পানি নাবার পুলিশ। জেলার শরীফ আতসিনী গ্রুপের চাচিমাঝা ছাত্রের নমন মৌলিক ছাত্রী এই বাউলির মৃত্যুর মূহ অভিযুক্তকে মঙ্গলবার হাওড়া জেলার কুলগাছিয়া থেকে ফেরত করে কোম্পানি থানা। প্রসঙ্গত গত ৩০ মে সন্ধ্যা থেকে বন্দীর আর কোনও খেঁজ পাওয়া যায়নি না। এলাকার তরফত করে খোঁজাবাসানের পরে পুলিশের হাতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। ঘটনাস্থল জরিপ করে নেওয়া হয়। এলাকার তরফত করে খোঁজাবাসানের পরে পুলিশের হাতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। ঘটনাস্থল জরিপ করে নেওয়া হয়।

মহিলাদের নিজস্ব খিড়কি পুকুরই হয়ে উঠবে আয়ের উৎস

রাজনন্দিনী নন্দ মিত্র, হালদিয়া : আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলাদের বিপন্ন মাথায় উপার্জনের রাস্তা করে দিতে খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ শুরু হল হালদিয়ায়। অংশ নিলে স্বামী ২৫ জন মহিলা। উৎসাহ, বাড়ির পিছন দিকের পুকুরকে বলা হয় খিড়কি পুকুর। এই পুকুর বাড়ির মেয়ে-বউদের বড় আদান। কাঁড় কাটা, বাসন মাজা, রোজকার বা কিছু পরিষ্কারের কাজ এখানেই সাধেন তারা। রাজ্য সরকারের মনসা দফতর বাড়ির কন্যে হালদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই নিজস্ব পুকুরের কাজে নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধারের হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে। আয়া বউদের আর্থিক সাহায্যের খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সনদ্যনা আর্থিকায়িকার।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চলবে আগামী দেড় মাস। প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ দেবেন সংশ্লিষ্ট আর্থিকায়িক। হালদিয়া প্রক মনসা আর্থিকায়িক সুমনু'র মার সাহায্যে, এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বাড়ির মহিলা যা শিবনে তা মাস চারের কাজে গাণিয়ে রোজকার

হলেও আন্তে আন্তে এই সংখ্যা আরও বাড়তে হবে। মনসা খাড়া, রীণা সামন্ত, মিনতি পার, গীতা জানা, বসুমতী জানা'র মত প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী মহিলারা জানিয়েছেন, স্বামীর এতটা আয়। ঘরে অতগুলো গাওয়ায় আঁত-অটন দেখেই থেকে সসারের। বিভিন্ন সময় তাঁরা ফলের চাষ করেছেন। পুকুরে মাছও হাড়ে ন। তবু সফলতার মূহ দেখতে পারছিলেন না। কারণ, সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সেটা তাঁরা জানতেন না। কিন্তু এবার সে সুযোগ এসেছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে খিড়কি পুকুরই হয়ে উঠবে আয়ের উৎস। বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ করার মাধানে সার্বিক উপাধানে বাড়বে। শুধু ২৫ জনকে নিয়ে

ফিরেচ্যারেট্টলা আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার ফের চ্যারেট্টলা আতঙ্ক ছড়ানো। মঙ্গলবার গভীর রাতে ট্যাকসেল্লার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এগরা পুত্রসভার ৩ নং ওয়ার্ডের দলভল্লুর বাসিন্দা দিলীপ পাড়া। মাকড়সা কামড়ানোর পরই শুরু হয় অসুস্থতা। তাঁকে এগরা সুপার পোপোলাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে দিলীপ পাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মাকড়সাটিকে কোটা বন্দি করে অস্ত্র হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেওয়া হয়েছে বন দফতরকে। হসপতর এর আগে এগরার পিটু সাই নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে লোকেশ মাকড়সা ট্যাকসেল্লার কামড়ে। দিলীপ পাড়ার পরিবারের অভিযোগ, বন দফতর বন পেওয়া পেয়েও আধিকারিকেরা এখনও পর্যন্ত আনেননি। তবে এই লোকেশ মাকড়সা কি সচিট ট্যাকসেল্লা, সেই নিয়ে সন্দেহ আছে পরিবার ও পরিচিতির মধ্যেই।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার। রাজ্য সরকারের মনসা দফতর বাড়ির কন্যে হালদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই নিজস্ব পুকুরের কাজে নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধারের হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে। আয়া বউদের আর্থিক সাহায্যের খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সনদ্যনা আর্থিকায়িকার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার।

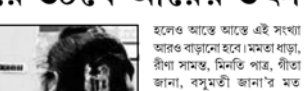
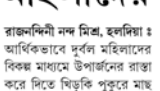
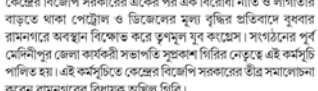
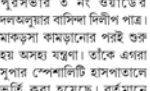
কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার। রাজ্য সরকারের মনসা দফতর বাড়ির কন্যে হালদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই নিজস্ব পুকুরের কাজে নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধারের হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে। আয়া বউদের আর্থিক সাহায্যের খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সনদ্যনা আর্থিকায়িকার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার। রাজ্য সরকারের মনসা দফতর বাড়ির কন্যে হালদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই নিজস্ব পুকুরের কাজে নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধারের হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে। আয়া বউদের আর্থিক সাহায্যের খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সনদ্যনা আর্থিকায়িকার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও সাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল তরার। রাজ্য সরকারের মনসা দফতর বাড়ির কন্যে হালদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই নিজস্ব পুকুরের কাজে নারীদের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধারের হাত বাড়িয়ে দিতে চলেছে। আয়া বউদের আর্থিক সাহায্যের খিড়কি পুকুরে মাস চারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সনদ্যনা আর্থিকায়িকার।



বুধবার আশ্বিনিক নবম তমরা চক্রবর্তীকে স্থালির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভস্বাগতকারী তুলে দিলেন বিদ্যায়িক কোয়ার্টার মায়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিদুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।

বুধবার আশ্বিনিক নবম তমরা চক্রবর্তীকে স্থালির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভস্বাগতকারী তুলে দিলেন বিদ্যায়িক কোয়ার্টার মায়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিদুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।

বুধবার আশ্বিনিক নবম তমরা চক্রবর্তীকে স্থালির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভস্বাগতকারী তুলে দিলেন বিদ্যায়িক কোয়ার্টার মায়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিদুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।

বুধবার আশ্বিনিক নবম তমরা চক্রবর্তীকে স্থালির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভস্বাগতকারী তুলে দিলেন বিদ্যায়িক কোয়ার্টার মায়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিদুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।

বুধবার আশ্বিনিক নবম তমরা চক্রবর্তীকে স্থালির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভস্বাগতকারী তুলে দিলেন বিদ্যায়িক কোয়ার্টার মায়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিদুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।